দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 1 0 1998 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৬......

আর কলেজ নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হইবার পরপরই বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকসমূহে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এই সকল বিজ্ঞাপনে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিনা মূল্যে পুস্তক সরবরাহ, থাকা-খাওয়া, টিউশন ফি মওকুফ ও মাসিক বৃত্তি প্রদান ইত্যাদির কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু তাহার পরও ছাত্র মিলে না। ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া ওঠা কলেজ। যেই এলাকায় আশেপাশে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভাল প্রাইমারী ও হাইস্কুল নাই, সেই এলাকায় কলেজে ছাত্র মিলিবে কী করিয়া? ইদানীং নব্য কিছু ধনী (তাহাদের অধিকাংশই বিদ্যোৎসাহী নহেন) নাম কুড়াইবার আশায় কলেজ স্থাপন করিতেছেন নিজ নিজ এলাকায়। ইহা যেন অনেকটা স্ট্যাটাস সিম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কলেজে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় বিশেষ সুযোগ (নকল) দানের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং বাস্তবিকই এই সকল কলেজ নকলের ডিপো। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এখন এতই কলেজ হইয়াছে যে, ছাত্র-ছাত্রী পাওয়ার আশায় বড় পোস্টার ছাপাইয়া রেলস্টেশন, সিনেমা হল, বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, হাট-বাজারে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত কিছু কলেজের ভিতরের পরিবেশ খুবই কুৎসিত। এসব কলেজের অধ্যক্ষ হইতে প্রভাষক পর্যন্ত নিয়োগ হয় মেধার ভিত্তিতে নয়, মালিকের (প্রতিষ্ঠাতারা এইখানে মালিকসুলভ আচরণই করিয়া থাকেন) ইচ্ছায়। কলেজের অনেকগুলিরই পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক ও ছাত্রাভাবে বেদনায়দায়ক পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে (নকলের অবাধ সুযোগ দিয়াও কাজ হইতেছে না)। তবে কিছু যে ভাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে না তাহা বলিব না। তবে আমাদের এখন পর্যাপ্ত সংখ্যক কলেজ রহিয়াছে। বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা অর্থের সদ্ব্যবহারার্থে আপনাদের এলাকার অনালোকিত কোন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করুন। কিছুদিন পূর্বে দৈনিক ইত্তেফাকে দেখিয়াছিলাম, নেত্রকোনার কোন উপজেলায় ৯৪টি গ্রামের শিশুরা এখনও প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাবে। নেত্রকোনাসহ সারাদেশে ছড়াইয়া থাকা এই রকম অজস্র গ্রামে আপনাদের শুভেচ্ছার হাত বাড়াইয়া দিন। আপনাদের শুভ কামনার মঙ্গল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক দেশ।

মনোজ ভৌমিক,
৬৬১ কান্দিপাড়া,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৩৪০০।

৭।